**পঞ্চাঙ্গ-শুদ্ধি**

পঞ্চাঙ্গ-শুদ্ধি

আত্ম-স্থান মন্ত্র দ্রব্য-দেব-শুদ্ধিস্তু পঞ্চমী।
যাবন্ন কুরুতে দেবি তস্য দেবার্চ্চং কুতঃ।।

পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি ব্যতিরেকে পূজায় অধিকার জন্মে না। সুতরাং পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি না করিয়া পূজা করিলে সে পূজা নিস্ফল হয়। আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, মন্ত্রশুদ্ধি, দেবশুদ্ধি ও দ্রব্যশুদ্ধি এই পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি।

সুস্নাতৈর্ভূতশুধ্যা চ প্রাণায়ামাদিভিস্তথা।
ষড়ঙ্গাদ্যখিলন্যাসৈরাত্মশুদ্ধিরুদীরিতা।।

তীর্থাদি বিশুদ্ধজলে স্নান করিয়া ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাসাদি করিলে আত্মশুদ্ধি হয়।

সম্মার্জ্জনানুলেপাদ্যৈর্দ্দর্পণোদরবৎ শুভম্। বিতানধূপ-দীপাদি-পুস্পমাল্যাদি শোভিতম্। পঞ্চবর্ণরজোভিশ্চ স্থানশুদ্ধিরিতীরিতা।।

যে স্থানে পূজাদি কার্য্য হইবে, সেই স্থান মার্জ্জন ও লেপনাদি দ্বারা দর্পণোদরের ন্যায় পরিস্কার করিয়া, চন্দ্রাতপ, ধূপ, দীপ ও পুস্পমাল্যাদি দ্বারা সুশোভিত করিলে এবং পঞ্চবর্ণচুর্ণদ্বারা স্থান বিচিত্র করিয়া স্থানশুদ্ধি করিবে।

গ্রথিত্বা মাতৃকাবর্ণৈর্মূল মন্ত্রাক্ষরাণি চ।
ক্রমোৎক্রমাদ্দিরাবৃত্ত্যা মন্ত্রশুদ্ধিরিতীরিতা।।

মাতৃকাবর্ণদ্বারা অনুলোম বিলোমানুক্রমে মন্ত্রবর্ণ পুটিত করিয়া দুইবার পাঠ করিবে। এইরূপ করিলে মন্ত্রশুদ্ধি হয়।

পূজাদ্রব্যাণি সম্প্রোক্ষ্য মূলাস্ত্রৈশ্চ বিধানতঃ।
দর্শয়েদ্ধেনুমুদ্রাদীন্ দ্রব্যশুদ্ধিঃ প্রকীর্ত্তিতা।।

পূজার দ্রব্যসমুদয় কুশার অগ্রভাগদ্বারা মূলমন্ত্র “ফট্” এই মন্ত্রদ্বারা প্রোক্ষণ করতঃ ধেনুমুদ্রাদি প্রদর্শন করিলে দ্রব্যশুদ্ধি হইয়া থাকে।

পীঠে দেবীং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃত্য মন্ত্রবিৎ। মূলমন্ত্রেণ মালাদীন্ ধূপাদী-নুদকেন চ।। ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্ বিদ্বান্ দেবশুদ্ধিরিতীরিতা।

মন্ত্রজ্ঞ সাধক আসনে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলীকরণমূদ্রায় সকলীকরণ করিবে এবং মূলমন্ত্রে মাল্য ও ধূপদীপাদি তিনবার প্রোক্ষণ করিলে দেবশুদ্ধি হয়।

শিবাগারে ঝল্লকঞ্চ সূর্য্যাগারে চ শঙ্খকম্। দূর্গাগারে বংশীবাদ্যং মধুরীঞ্চ ন বাদয়েৎ।। বিরিঞ্চেস্তু গৃহে ঢক্বাং ঘণ্টাং লক্ষ্মীগৃহে ত্যজেৎ। সর্ববাদ্যময়ীং ঘণ্টাং বাদ্যাভাবে প্রবাদয়েৎ।।

শিবমন্দিরে করতাল, সূর্য্যগৃহে শঙ্খ, দূর্গামণ্ডপে বংশী ও মাধুরী, ব্রহ্মাগারে ঢাক ও লক্ষ্মীগৃহে ঘণ্টা বাজাইবে না। ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী, অন্য বাদ্যের অভাবে কেবল ঘণ্টা বাজাইয়াই পূজাদি হইতে পারে।

Published on: Jan, 14 2023 14:53